বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (HDO)

প্রধান কার্যালয়

বাসা # ৫১, রোড # ০১, বাগবাড়ি, কানিশাইল আ/এ, ১০নং ওয়ার্ড

সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট।

মোবাইল: ০১৭৮১-৭৭৬৫০৫, ০১৮৬৪-০৬০১৯৩

ই-মেইল: hdo1998syl@gmail.com

নির্বাহী পরিচালকের বক্তব্য ঃ

রোটা. মোঃ মনসুর আলম
নির্বাহী পরিচালক

স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন- হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (HDO) সিলেট বিগত ৩রা জুলাই ১৯৯৮ইং তারিখে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সমাজ উন্নয়ন ও অংশীদারিত্বে ২০২৩ সালে ২৫তম বছরে পদার্পণ করলো। ১৯৯৮ সালের ৩রা জুলাই সিলেট জেলার সদর উপজেলার তেলিহাওর এলাকায় ৭জন উদ্যোগী যুব জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক জাতি যুব বর্ষ উদ্‌যাপন ও স্ব-প্রণোদিতভাবে উৎসাহিত হয়ে এইচডিও প্রতিষ্ঠা করে। ২০০৪ সালের এই সংস্থাটি যুবদের নেতৃত্ব বিকাশে, স্থানীয় যুবদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ক্রীড়া কার্যক্রম গ্রহণ ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করে। ২০০৪ সালের সিলেট জেলায় বন্যার্থদের মাঝে জরুরী ত্রাণ সরবরাহ ও পুনর্বাসন কাজে নিজেদেরকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করে। ১৯৯৯ সালে বেসরকারি অলাভজনক মানব উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে কালক্রমে সিলেট বিভাগে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে বিভিন্ন ফোরাম ও নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কর্ম বিস্তৃতি ঘটায় এবং সুনাম অর্জন করে। সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন বিভাগ যেমন- সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর নিবন্ধন লাভ করে।

স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ এবং আয়বর্ধক কর্মসূচির মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলার কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তী ১৯৯৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়। সংস্থার কর্ম এলাকা-সিলেট সিটি করপোরেশন, সদর সিলেট, গোয়াইনঘাট উপজেলা, বিশ্বনাথ উপজেলা, গোলাপগঞ্জ উপজেলার সুবিধাবঞ্চিত দারিদ্র নারী গোষ্ঠীদের প্রজনন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টির উন্নয়ন বিনামূল্যে পরিবার-পরিকল্পনা সেবা, হস্তশিল্প, সামাজিক বনায়ন, ভিজিডি, ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প, তামাক নিয়ন্ত্রণ, মৎস্য চাষ, কৃষিতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জনসংখ্যা কার্যক্রম দীর্ঘদিন যাবৎ পরিচালনা করে আসছে। এছাড়া স্কুল, কমিউনিটি, মাদ্রাসায় কিশোর-কিশোরী, নারী ও পুরুষের প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়ন অধিকার রক্ষায় সহায়তা করার জন্য গবেষণা মূল্য স্বাস্থ্য শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের ভিশন-২০৩০ এর বাস্তবায়ন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে রূপান্তরণে সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। সর্বোপরি স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) ২০৩০ এর সফল বাস্তবায়নে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম সমূহের সাথে সমন্বয় করে এইচডিও বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

এইচডিও'র এই দীর্ঘ পথচলায় আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের সকলের প্রতি প্রাণঢালা অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন হিসেবে এইচডিওকে নিয়ে নতুন করে উন্নয়ন স্বপ্ন দেখার, বর্তমান উন্নয়ন কার্যক্রম আরো প্রসারে ও স্থায়িত্বশীলতা তৈরীতে আপনারা অতীতে যেভাবে আমাদের পাশে ছিলেন আগামীতেও আমাদের কর্মসূচি বাস্তবায়নে আপনাদের সহায়ক ভূমিকা রাখবেন বলে আশা করি।

ভিশন ঃ

এমন একটি দারিদ্রমুক্ত সমাজ যেখানে সকলের ভূমিকা নিশ্চিত করেছে।

সাপ্তাহিক মিটিং ঃ

এইচডিও'র বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প সমূহ ঠিক মত পরিচালিত হচ্ছে কিনা, তা তদারকি ও পরবর্তীতে পরামর্শ প্রদানের জন্য সাপ্তাহের প্রতি শনিবারে ঘন্টা ব্যাপী এই মিটিং পরিচালনা করা হয়। এই মিটিংয়ে সংস্থার সিনিয়র কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়। সাপ্তাহিক মিটিং সংস্থার কাজে গতি সঞ্চার করেছে।

কার্যকরী পরিষদের দ্বি-মাসিক সভা ঃ

সংস্থার কার্যকরী পরিষদের দ্বি-মাসিক সভা প্রতি দুই মাস অন্তর অন্তর ৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সিনিয়র স্টাফরা তাদের কাজের বিবরণ, প্রকল্পের অগ্রগতি ও বাৎসরিক পরিকল্পনার আপডেট অবহিত করেন।

কর্ম এলাকা ঃ

জেলা	উপজেলা/থানা	গ্রাম	উপকারভোগী
০২	০৬	৩৫	৪,৮০০

মানব সম্পদ ঃ

কর্মী	মোট	মহিলা (%)
নিয়মিত কর্মী (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)	১৭	০৫
খন্ডকালীন কর্মী (স্কুল শিক্ষকসহ)	৩২	২২
আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী এবং ইন্টার্নী	৩০০	১৫০
মোট	**৩৪৯**	**১৭৭**

আইনী ভিত্তি ঃ

ক্র: নং	নিবন্ধন তথ্য	নিবন্ধন নম্বর	নিবন্ধন তারিখ
০১	সমাজসেবা অধিদপ্তর	সিল-৫৭৪/৯৯	১০/০৫/১৯৯৯ইং
০২	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সিলেট সদর-৩৩/৮০	০৩/০৫/১৯৯৯ইং
০৩	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	আবেদিত	----

মিশন ঃ

এইচডিও'র অস্থিত্ব দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী ও তাদের সমাজের টেকসই পরিবর্তন আনয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকে অংশগ্রহণ করা।

সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য ঃ

এইচডিও’র ভিশন, মিশন এবং মূল্যবোধকে লক্ষিত পথে পরিচালিত করার জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য সাংগঠনিক কৃষ্টি/কালচার হিসাবে অনুমোদিত হয়েছে। সংস্থার সকল কর্মী সদস্য, স্বেচ্ছাসেবী এবং ব্যবস্থাপনা পর্ষদ সকলে মিলে এই লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট থাকব। সংস্থার কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল:

- পারিবারিক পরিবেশ
- দায়িত্ব সচেতনতা
- ব্যয়-সাশ্রয় নীতি
- গঠনমূলক সমালোচনা ও সংস্থার পরিচিতি প্রসার
- বিভিন্ন জাতি ধর্ম ও বর্ণ’র সাম্য ও সম্প্রীতি

সাধারণ পরিষদ সদস্য ঃ

এইচডিও’র সাধারণ পরিষদ বছরে একবার বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) করে থাকে। উক্ত সভায় গত এক বছরের মোট বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও আর্থিক বিবরণী এবং আগামী এক বৎসরের কর্মপরিকল্পনা ও প্রস্তাবিত আর্থিক বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হয়। সভায় সংস্থার দীর্ঘ স্থায়িত্বের কথা বিবেচনা রেখে সাংগঠনিক বিষয়াবলীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রতি তিন বছর পর পর ৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ (সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, কার্যকরী পরিষদ সদস্য ৪ জন ও জেনারেল সেক্রেটারী/নির্বাহী পরিচালক) গঠন করে থাকে।

কার্যকরী পরিষদ ঃ

এইচডিও তার গঠনতন্ত্র মোতাবেক সদস্য বিশিস্ট কার্যকরী পরিষদের নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। কার্যকরী পরিষদ গঠনের সাংগঠনিক ও অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন করে এবং সংস্থার দীর্ঘস্থায়িত্বের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বাস্তবায়নে অনুমোদন ও সুপারিশ করে থাকেন। প্রতিবছর এইসব বাস্তবায়িত ও পরিকল্পিত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সাধারণ পরিষদ সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন করা হয়। এইচডিও কার্যকরী পরিষদের সদস্যবর্গ বিভিন্ন সময় সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম ও কার্যালয়সমূহ পরিদর্শন করেন। এ সময় তারা মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনের পাশাপাশি বিভিন্ন সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় প্রশাসনের সাথে মতবিনিময় করে থাকেন।

দাতা/সহযোগী সংস্থা সমূহ ঃ

* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় * বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন * স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় * যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর * সিভিল সোসাইটি এলায়েন্স ফর সান বাংলাদেশ * সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

অর্জন সমূহ ঃ

এইচডিও সিলেট জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে লাভ করেছে এক গৌরবময় স্বীকৃতি। কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংস্থা থেকে পুরস্কৃত হয়েছে। এখানে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তুলে ধরা হলো-

- যুব উন্নয়ন কর্মসূচিতে অনবৈদ্য ভূমিকা রাখায় এইচডিও ১৯৯৯ সালে বিভাগীয় যুব পদক পুরষ্কার অর্জন করেছে।
- পুষ্টি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা সিভিল সোসাইটি এলায়েন্স সিএসএ ফর সান বিডি ৩ বছরের জন্য ২০১৮ সাল থেকে ২০২১ পর্যন্ত বোর্ড অব মেম্বার নির্বাচিত হয়েছে।
- ২০০১ সালে ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্ট আবর্জনাকে জৈব সারে রূপান্তরিত করার পাইলট প্রজেক্ট প্রেজেন্টেশনে ইউনেস্কো এবং ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত।

স্বাস্থ্য

স্থান : প্রত্যাশা সমাজ কল্যাণ সংঘ, ১০নং ওয়ার্ড, কানিশাইল, সিলেট।
তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ইং, রবিবার
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডাঃ ফাহমিদা আক্তার চৌধুরী
ডাঃ বিনায়ক ভট্টাচার্য্য
শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ
ডাঃ মোহাম্মাদ বশির উদ্দিন

ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প
আয়োজনে: এইচডিও, সিলেট ।
31 12 2017

এইচডিও'র ২০২২-২০২৩ সালে স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রশিক্ষণ, যুব উন্নয়ন, জলবায়ু গৃহিত কর্মসূচি বাস্তবায়নে চূড়ান্ত প্রতিবেদন তুলে ধরা হলোঃ

কর্মসূচী/প্রকল্পের নামঃ ক্রিয়েটিং এন এনাবলিং এনভাইরনম্যান্ট ফর ইয়ং পিপল টু ক্লেইম এন্ড একসেস্ দেয়ার সেক্সুয়াল এন্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ রাইটস্ ইন বাংলাদেশ (যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সহায়ক প্রকল্প)।

প্রকল্পের সময়কালঃ জানুয়ারী ২০২২ হতে জুন ২০২৩।
দাতা সংস্থাঃ সিএসএ ফর সান বাংলাদেশ।
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলা।
প্রকল্পের লক্ষ্যঃ ১০-২৪ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরী এবং যুব জনগোষ্ঠীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা যাতে এ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ১৫২৫ জন (ছেলেঃ ৮১৫ এবং মেয়ে ৭১০) ১০-২৪ বছর বয়সী যুব জনগোষ্ঠী।

প্রকল্পের মূল বিশেষ অর্জনসমূহ ঃ

- ৪৭০ জন পিয়ার এডুকেটর এবং কো-পিয়ার এডুকেটরদের পিয়ার এডুকেশন (৩ দিন), জীবন দক্ষতা (২ দিন) ও সমন্বিত যৌনতা শিক্ষা (৩দিন) বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- ৩৪৩ জন মা-বাবাকে কৈশোরে সন্তানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন দেয়া হয়েছে।

প্রকল্পের মূল লক্ষ্যঃ প্রকল্প এলাকায় মা ও শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা/হ্রাসকরণ।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ দারিদ্রপিড়িত উচ্চ-স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছে এমন গর্ভধারণক্ষম নারী, গর্ভবতী ও শিশু সন্তানের মা, কিশোরী/উঠতি বয়সি মেয়ে, নবজাতক এবং ৫ বছর বয়সের নিচে শিশু।

- ১৫-১৯ বছর বয়সী সকল কিশোর ও কিশোরী।
- ২০-৪৯ বছর বয়সী সকল নারী ও পুরুষ।
- ৫ বছর বয়সের নিচে শিশু।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ ঃ

- গোয়াইনঘাট উপজেলার ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ২৪ ঘন্টা ডেলিভারী সার্ভিস চালু হয়। বিগত নভেম্বর'২০২২ইং থেকে এবং জুন'২০২৩ইং সময় পর্যন্ত ১৭টি নরমাল ডেলিভারী সম্পন্ন হয়।
- কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জেন্ডার সমতা, নারীর নেতৃত্ব বিষয়ক ১২টি সচেতনতামূলক এবং ১৫টি সাপোর্ট গ্রুপের সাথে নিয়মিত সভা করা হচ্ছে, যার প্রেক্ষিতে দুর্গম এলাকার জনসাধারণ কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্য সেবা নিতে কমিউনিটি ক্লিনিকমুখী হচ্ছে এবং কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবার মান ও পরিবেশ উন্নত হয়েছে।
- এ প্রকল্পের মাধ্যমে গরীব ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে রেফারাল সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ৩২ জন রোগীকে বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্স সেবা দেওয়া হয়। পাশাপাশি ১৬ জন মা ও শিশুকে সেফটি নেট সেবার আওতায় আর্থিক সহযোগিতা করা হয়।

কর্মসূচী/প্রকল্পের নামঃ মায়ের হাসি-২

প্রকল্পের সময়কালঃ জানুয়ারী ২০২২ হতে জুলাই ২০২৩।
দাতা সংস্থাঃ এনজেন্ডার হেলথ বাংলাদেশ।
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ বিশ্বনাথ উপজেলা।
প্রকল্পের লক্ষ্যঃ কর্ম এলাকায় জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি গ্রহণের হার বাড়াতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা ও পদ্ধতি গ্রহণে সহায়তা করা।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ সংশ্লিষ্ট কর্ম এলাকায় সক্ষম দম্পতি।
প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ ঃ

- এইচডিও মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত ক্লায়েন্ট দিয়েছে ৪৪৫ জন।
- এইচডিও'র পক্ষ থেকে ক্লায়েন্ট রেফার করা হয়েছে ৭৯৫ জন।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা অর্জন।
- সাধারণ মানুষকে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দিয়ে সবাইকে সচেতন করা এবং র‍্যাপট বিল্ডিং তৈরির মাধ্যমে সহজে কাজ করার পরিবেশ তৈরি করা।

শিক্ষা

শিক্ষা ঃ

শিক্ষা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সবার জন্য সার্বজনীন শিক্ষার নিশ্চিতকরণ ও প্রসারের জন্য এইচডিও সরকারের সাথে সমন্বয় করে কাজ করে আসছে। এইচডিও'র শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি। কারিগরী ও দক্ষতা বৃদ্ধি শিক্ষার মাধ্যমে যুব, কিশোর-কিশোরী ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে চাকুরী ও উদ্যোক্তার জন্য প্রস্তুতকরণ। আইসিটি ব্যবহার করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীগুলিরজন্য সমন্বিত শিক্ষা নিশ্চিত করা। বর্তমানে এইচডিও, শিক্ষা বিষয়ক নিম্নোক্ত প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে, যা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম: এইচডিও- সেকেন্ড চান্স এডুকেশন।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
প্রকল্পের লক্ষ্য: নানা কারণে ঝরে পড়া ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় এনে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করা।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/লক্ষিত জনগোষ্ঠী: ৮-১৪ বছরের প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়া শিশুরা।

প্রকল্পের মূল বিশেষ অর্জনসমূহ ঃ

- টার্গেট অনুযায়ী ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করা।
- সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা।
- শিক্ষার্থীরা প্রথম শ্রেণির প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনে সক্ষমতা লাভ কা।
- অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে পাঠ দানের মাধ্যমে শিক্ষার মূল স্রোতধারায় আনা।

কর্মসূচী / প্রকল্পের নাম: ইয়েস-সেন্টার (ইয়ুথ এম্পাওয়ারমেন্ট থ্রো স্কীলস) প্রকল্প।
প্রকল্পের সময়কাল: ১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ইং (২৪ মাস)
দাতা সংস্থা: এস্প্রিট এবং ইউ ফাউন্ডেশন
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: গোয়াইনঘাট উপজেলা।
প্রকল্পের লক্ষ্য: সিলেট সদর এবং গোয়াইনঘাট উপজেলার যুবকদের বিশেষ করে যুব মহিলাদের দারিদ্র বিমোচন উদ্যোগে নেতৃত্ব প্রদানের লক্ষ্যে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটানোর মাধ্যমে যুবকদের ক্ষমতায়িত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/লক্ষিত জনগোষ্ঠী: ১৫-২২ বছরের (নবম-গ্রাজুয়েট পর্যন্ত) ২৬০ জন যুব ও যুব মহিলা।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ:

- ৬৫জন প্রশিক্ষিত যুব ও যুব মহিলা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করছে, ২জন নিজস্ব ব্যবসা শুরু করেছে এবং ৫৮ জন স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে বিভিন্ন সংস্থায় দারিদ্র জনগোষ্ঠীদের জন্য মানবিক সাহায্য প্রদান কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়েছে।
- আইসিটি অন হুইল কার্যক্রমের আওতায় তথ্য প্রযুক্তি, শিক্ষা ও পেশায় মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং তাদেরকে আর্থ সামাজিকভাবে স্বাবলম্বি করার লক্ষ্যে আইসিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৪ জন যুব মহিলাকে ইন্টারনেট সংযোগসহ ল্যাপটপ এবং একটি সাইকেল প্রদান করা হয়েছে। যাতে করে তারা সমাজের বিভিন্ন স্তরের ইন্টারনেট সুবিধা বঞ্চিত ব্যক্তিদের ঘরে ঘরে গিয়ে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করতে পারে এবং সেবা প্রদানের জন্য সামান্য সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে এর মাধ্যমে তারা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- প্রকল্পের সকল প্রশিক্ষণার্থীরা যেহেতু অধ্যয়নরত সেহেতু প্রশিক্ষণের সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সময় এবং পরীক্ষার সময়কে বিবেচনা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মানবাধিকার ও সুশাসন

কর্মসূচী প্রকল্পের নামঃ ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকার সুরক্ষা প্রকল্প।

প্রকল্পের সময়কাল: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিঃ।

দাতা সংস্থাঃ এসআরডিএস, ছাতক, সুনামগঞ্জ।

প্রকল্পের কর্ম এলাকা: সিলেট সদর ও বিশ্বনাথ উপজেলা।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

- দুর্যোগ, ভূম্গ্রিাস ও জমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার সুরক্ষা ব্যবস্থা সবল করা।
- ভূমিহীন ও ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য নির্মাণের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ ও সকল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরো জনকেন্দ্রিক করা।
- সিএসও, গ্রুপ গঠন, সরকারের নীতি নির্ধারণী মহল, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী ও প্রচারকর্মীদের সাথে কাজের সম্পর্ক ও তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি সামর্থ্য তৈরী করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ

প্রকল্পের প্রশিক্ষণ আর সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারাভিযানের মাধ্যমে প্রায় ১০,০০০ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

- ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর মাঝে গ্রুপ গঠন ২০টি (নারী-পুরুষ মসমভাবে)।
- ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ে সচেতনতা, সামর্থ্য বৃদ্ধিমূলক কর্মশালা, স্থানীয় সরকারের সাথে মতবিনিময় সভা ও মানবাধিকারসহ আইন, নিয়মনীতির বিষয়ে একাধিক কর্মসূচির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়।
- ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর দক্ষতা ও সামর্থ্যবৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন কর্মসূচির নিজেদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হন।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- প্রশাসন কর্তৃক নিয়মিত বাধা উপেক্ষা করে অধিকার আদায়ে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর দক্ষতা ও সামর্থ্যবৃদ্ধি।
- মানবাধিকার কর্মী, স্থানীয় সরকার, ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী ও মিডিয়ার সমন্বয়ে গঠিত গ্রুপ নিয়ে জাতীয় নেটওয়ার্কিং সৃষ্টি।

কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম: এডভান্স প্রোগ্রাম ফর ইমপ্রুভমেন্ট লাইফস্টাইল অব দি আরবান পুউর (এপিলাপ)।

প্রকল্পের সময়কাল: জানুয়ারি ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ইং।
দাতা সংস্থা: সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।
প্রকল্পের কর্মএলাকা: সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১০ ও ১১ নং ওয়ার্ড
প্রকল্পের লক্ষ্য: নগরের দরিদ্র নারী অধিকার সংরক্ষণ করা, শিশু অধিকার সংরক্ষণে কাজ করা, নাগরিক সেবাসমূহ গ্রহণে হয়রানি হ্রাস পাবে/ন্যূনতম জীবনমান নিশ্চিতকরণ, নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা রক্ষায় যৌথ উদ্যোগে বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ:

- ৩৮ জন শিশু আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৩ উপলক্ষে আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরষ্কার পেয়েছে।
- ২২ জন যুবক-যুবতীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- "শিশু অধিকার দিবস উদ্‌যাপন-২০২৩" ৯০ জন শিশু অংকন এবং কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে এবং পুরষ্কার পেয়েছে।
- ১৫ জন নারীকে ৬ মাস মেয়াদী সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- জোয়ারের পানির কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতার ফলে প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে সমস্যা হয়।
- বেসরকারী বস্তিগুলোতে মাইগ্রেশনের উচ্চ হারের কারণে উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম: প্রমোটিং হিউম্যান রাইটস্ অব পারসন ওইথ ডিজএ্যাবিলিটি ট্রু ডিপিও মোবিলাইজেশন।

দাতা সংস্থা: বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন।
প্রকল্পের সময়কাল: অক্টোবর ২০২২ থেকে অক্টোবর ২০২৩ইং।
প্রকল্পের কর্মএলাকা: বিশ্বনাথ উপজেলা।
প্রকল্পের লক্ষ্য: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠিত করণের মাধ্যমে মর্যাদাপূর্ণ, দারিদ্রমুক্ত ও নিরাপদ সামাজিক জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করা ও এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/লক্ষিত জনগোষ্ঠী: ১০০ জন প্রতিবন্ধী ও তাদের পরিবার।

প্রকল্পের মূল অর্জন সমূহ:

- বিশ্বনাথ উপজেলার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে ৫টি প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংগঠন করার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নিয়মিতভাবে সভায় মিলিত হয়ে তাদের অধিকার বিষয়ে আলোচনা করেন।
- ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসএসসি ও শিক্ষকদের নিয়ে প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষার অধিকার নিয়ে মতবিনিময় সভা করা হয়।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সরকারি সেবা আদায়ে স্থানীয় ৫টি ইউপি'র সাথে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। যাতে ইউপি চেয়ারম্যান মেম্বাররা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সরকারি সেবা সমূহ প্রদানে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে নিজের অধিকার আদায়ের জন্য জোর দাবি চালাচ্ছে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের পরিবর্তনের জন্য সর্বোত্তম চেষ্টা করে যাচ্ছে।

পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

কর্মসূচি/প্রকল্পের নামঃ Community Engagement in Environment Protection Initiative (CEEPI)

দাতা সংস্থাঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্পের সময়কালঃ জুলাই ২০১৯ থেকে আগষ্ট ২০২২ইং।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ সিলেট সদর।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

- সিলেট জেলার সদর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন জনগোষ্ঠীকে পরিবেশ রক্ষণে অন্তর্ভূক্তি করণ এবং একই সাথে বিভিন্ন স্কুলে এই বিষয় কার্যক্রম পরিচালনা করা যাতে তারা তাদের পরিবেশে সর্বোত্তম মানুষ ও একই সাথে তারা যেন ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের গুণাবলী নিয়ে বেড়ে উঠে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের বাস্তবতায় প্রকল্পটি একটি কার্যকর প্রকল্প যার মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিভিন্ন কৌশলপত্র, পরিকল্পনা এবং অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য কাজ করা হবে।
- সিলেটের বিভিন্ন স্কুল শিক্ষার্থীদের মাঝে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি পূর্বক ইয়াং লিডারশিপ তৈরি করা যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার মানসিকতা সৃষ্টি করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ সিলেটের বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৩৫০০ জন শিক্ষার্থীকে প্রত্যক্ষ উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে যাদের পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতামূলক নানা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করানোর মাধ্যমে পরিবেশ সচেতন একটা ইয়াং লিডারশিপ তৈরি করা।

প্রকল্পের মূল অর্জন সমূহঃ

- পরিবেশ, পরিচ্ছন্নতা এবং এ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা লাভ করা হয়েছে।
- পরিবেশ দূষণ এবং এর প্রতিকারের বিষয়ে বাস্তব জ্ঞাপন অর্জিত হয়েছে।